মহান নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাতলে

রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৫৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৪ সালের ৮ নভেম্বর কমরেড শিবদাস ঘোষ নভেম্বর বিপ্লবের কিছু বুনিয়াদী শিক্ষা ও তারই আলোকে ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মার্কসবাদ যে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়, বিশেষ করে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কমরেডস,

আপনারা শুনেছেন যে, নভেম্বর বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এই জনসভার আয়োজন করেছে। একথাও আপনারা শুনেছেন এবং আশা করি সকলেই জানেন যে, ৫৭ বছর আগে ১৯১৭ সালে সারা দুনিয়ার মধ্যে ঐ একটি মাত্র দেশে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দিনটিতে সফল হয়েছিল। সেই দেশের শ্রমিক-চাষী সর্বহারা শ্রেণী তাদের দল বলশেভিক পার্টি এবং তার নেতা কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সেই দেশের বুর্জোয়া দল বা বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার এই যে বিপ্লব ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ল, এ বিপ্লবটি অনেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই বিপ্লবটি সংঘটিত হওয়ার আগে পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মানুষ বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, অজ্ঞ চাষী-মজুর, খেটেখাওয়া নিরক্ষর মানুষগুলো ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীকে বা জারতন্ত্রের মতন একটি দুর্ধর্ষ রাজসত্তাকে বিপ্লব করে উচ্ছেদ করতে পারে। ১৯১৭ সালের 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে'র মধ্য দিয়েই রাশিয়াতে জার বা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটেছিল, যাকে বলা যেতে পারে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়েছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব হলেও ক্ষমতা চলে গিয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে, রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে — যে বুর্জোয়ারা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামের মধ্যে অংশীদার ছিল। ফলে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় একদিকে যেমন বুর্জোয়া কেরেন্‌স্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে তারই পাশাপাশি শ্রমিক-চাষীর সোভিয়েটগুলি অনেকটা দ্বৈত ক্ষমতার অস্তিত্ব নিয়ে বজায় ছিল। এই ফেব্রুয়ারি বিপ্লব রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে তো সক্ষম হ'লই না, উপরন্তু ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনব্যবস্থায় পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে বোঝাপড়ার সম্পর্ককে পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করল। ফলে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করে বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন হ'ল — কিন্তু সমাজবিপ্লবের স্তরকে অর্থনৈতিক স্থিতির দিক থেকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যক্রমগুলো অপূরিতই থেকে গেল।

এই থাকার ফলে তদানীন্তন রুশ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে মার্কসবাদী বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ 'সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারিজ', 'মেনশেভিক' দল প্রমুখদের মধ্যে এবং এমনকী 'বলশেভিক পার্টি'তেও অনেকের মধ্যে এক ভুল ধারণার সৃষ্টি হ'ল — যে ধারণার দ্বারা তারা মার্কসবাদকে বাস্তবে 'ইকনমিক ডিটারমিনিজ্‌ম্‌'-এ (অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদে) পরিণত করলেন। মার্কসবাদী পুরনো তত্ত্বের ধারণা থেকে — অর্থাৎ মার্কসবাদকে খানিকটা 'ডগ্‌মা'র মতো অনুসরণ করার ফলে যে ধারণার জন্ম হয়েছিল, যা মার্কসবাদ সম্পর্কে সঠিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী উপলব্ধি প্রসূত ধারণা নয় — তার থেকে তারা বলতে শুরু করেন যে, যেহেতু সমাজবিপ্লবের স্তরগুলো এড়িয়ে যাওয়া যায় না প্রগতি এবং অগ্রগতির ধারায়, সেইহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ না হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরুই হতে পারে না। ফলে, তাঁরা বলতে থাকেন যে, এই অবস্থায় বুজোর্য়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামন্ততন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যক্রমগুলো পূরণ করার দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রমিক-চাষীর সোভিয়েটগুলো একদিকে যেমন কেরেন্‌স্কি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকবে, অপরদিকে বুর্জোয়া বিপ্লবের অপূরিত দাবিগুলি আদায়ের জন্য সোভিয়েটগুলো জনসাধারণকে নিয়ে লড়াই পরিচালনা করে কেরেন্‌স্কি সরকারকে দিয়ে তা আদায় করার চেষ্টা করবে। এইভাবে পার্লামেন্টারি রাজনীতির মধ্য দিয়েই এখন শ্রমিক-চাষী সর্বহারা শ্রেণীকে চলতে

হবে এবং এই প্রক্রিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আগে সম্পূর্ণ করতে হবে। বুর্জোয়া বিপ্লবের এই কাজগুলি সম্পূর্ণ না হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বা আর একটা বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করার কোন অর্থ হয় না। এই ধারণাটি ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর রাশিয়াতে অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল।

মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়

কিন্তু সেইসময় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব ছিল সত্যিকারের মার্কসবাদীদের হাতে। লেনিনের মতো যোগ্য নেতা সেই নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্নভাবে সুবিধামতো এখান থেকে দুটো লাইন, ওখান থেকে দুটো লাইন নিয়ে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বা অপরপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কোটেশন জাহির করার মত মার্কসবাদী ছিলেন না। তিনি এই মূল কথাটা বুঝেছিলেন যে, মার্কসবাদের পুরনো কেতাবগুলোতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত লেখা আছে — মার্কস, এঙ্গেলস বা অন্যান্য মার্কসবাদীরা তদানীন্তন অবস্থায় যে বিজ্ঞানটিকে, অর্থাৎ যে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্স্ এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে হাতিয়ার করে সেইসব সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেই বিজ্ঞানটিকে আয়ত্ত করতে পারা, প্রয়োগ করতে পারা এবং কী বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব কথাগুলো বলা হয়েছে তার যথার্থ মর্মার্থ উপলব্ধি করার নামই হল মার্কসবাদ বোঝা। কোটেশন (উদ্ধৃতি) আওড়ানো, অ্যানালজি (উপমা) দেওয়া, প্যারালাল (তুলনা) টানা — এগুলো কোনটাই মার্কসবাদী 'মেথডলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ' নয় — অর্থাৎ মার্কসবাদ সম্মত বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি নয়। এগুলো হচ্ছে মার্কসবাদের নামে মার্কসবাদের ভাঁড়ামি। লেনিন এই কথাটা বুঝতেন। বুঝতেন বলেই তিনি 'এপ্রিল থিসিসে'র মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এতদিনকার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে একটা তীব্র আঘাত করলেন। তিনি বললেন এবং বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে ভাল করে প্রথমে একটি কথা দেখিয়ে দিলেন যে, মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয় যার উপর ভিত্তি করে লেনিনের এই মূল্যবান বক্তব্যটি দাঁড়িয়ে গেছে যে, 'পলিটিকস্ অল্ওয়েজ সুপারসিড্স্ ইকনমি' — অর্থাৎ পুঁজিবাদের এই যে অসম বিকাশ হয়েছে এবং বিপ্লবের যে 'টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন', 'জিগ্জ্যাগ্', আঁকাবাঁকা রাস্তা — কখনও এগোনো, কখনও পেছনো — এই 'টাস্ল্'-এর (লড়ালড়ির) মধ্যে, আজকের দিনে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে এবং তারাই নিয়ামক শক্তির মত অবস্থান করছে। রাজনীতির সাথে অর্থনীতির সম্বন্ধ কেউ যদি এইভাবে না বুঝে এরকমভাবে বোঝেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টায়, রাজনৈতিক স্থিতি পাল্টায়, আবার অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টায়, রাজনৈতিক স্থিতি পাল্টায় — তাহলে তার পক্ষে মার্কসবাদের নামে অন্য কিছু বোঝা হয়, মার্কসবাদ বোঝা হয় না।

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিচারই বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন

লেনিন এই বক্তব্যের ওপর আধার করে দেখালেন যে, রুশ দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিকোলাই জারকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে সেখানে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর নিকোলাই জারের বদলে অর্থাৎ একটি পুরনো শ্রেণীর বদলে একটি নতুন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে — সেটি হচ্ছে রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী। লেনিন কিন্তু জানতেন যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে রাশিয়াতে তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক কাজ অপূরিত থেকে গিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ হওয়া সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্র তখনও সেখানে প্রবল শক্তি হিসাবে বিরাজ করছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদেশি ধনী ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে গোলামি এবং দাসত্ব যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এসব জানা সত্ত্বেও লেনিন বললেন যে, বিপ্লবের প্রধান প্রশ্নটি যেহেতু রাজনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নের সাথে জড়িত সেইহেতু নিকোলাই জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা যে মুহূর্তে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর করায়ত্ত হয়েছে এবং একটি পুরনো শ্রেণীর জায়গায় একটি নতুন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে 'টু দ্যাট এক্সটেন্ট' (ততদূর পর্যন্ত) এবং সেই অর্থে, সেই দিক দিয়ে সেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে এবং রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করেছে। ফলে সেই অবস্থায় পুরনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে আর চলা যায় না। চলতে গেলে বুর্জোয়াদের দাসত্ব করা হবে, বুর্জোয়াশ্রেণীর পায়ে মজুর-চাষীর আত্মদান ও কোরবানিকে বলি দেওয়া হবে এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাই তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরনো স্লোগান পাল্টালেন। তিনি

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আওয়াজ দিলেন এবং শ্রেণী-মৈত্রী, শ্রেণী-সম্পর্কের সম্বন্ধেও নতুন কথা সেখানে তুললেন। 'এপ্রিল থিসিসে' এই যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল, এটি এর আগে মার্কসবাদী আন্দোলনে অপরিচিত ছিল। তাই তৎকালীন সময়ে এ নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে।

যাই হোক, এর থেকে যেটি মূল নির্যাস বা মূল কথা হিসাবে বেরিয়ে এসেছে তা বুঝতে হবে। আমাদের দেশে যারা অর্থনীতিতে এতটুকু সামন্ততন্ত্র খুঁজে পেলেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর হিসাবে চিহ্নিত করছেন এবং বলছেন যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত কর্মসূচি সম্পূর্ণ না হলে আমরা তো লাফ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যেতে পারি না — নভেম্বর বিপ্লব তাদের সামনে একটা মস্ত বড় শিক্ষা রেখে গিয়েছে। যাঁরা বিষয়টাকে না জেনে এবং না বুঝেই এভাবে বিচার করছেন তাঁরা কিন্তু আসলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের মতো বা নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে মেনশেভিক, সোস্যালিস্ট রেভেলিউশনারিজ এবং এমনকী বলশেভিকদের মধ্যেও এ বিষয়ে যে অংশ তখনও বিভ্রান্ত ছিল তাদেরই মতন করে ভাবছেন এবং বলছেন এবং তাঁরা সেই অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ — যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিরোধী, যা রাজনীতি এবং অর্থনীতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে — তারই চর্চা করছেন।

অথচ আমি আগেই বলেছি, লেনিনের নেতৃত্বে রুশ দেশে যখন নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন হয় সেখানকার গ্রামীণ অর্থনীতিতে তখনও সামন্ততন্ত্রের প্রবল দাপট বিদ্যমান, সাম্রাজ্যবাদের তখনও সেখানে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দাসত্ব থেকে তখনও সে দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু এসব জানা সত্ত্বেও লেনিন দেখালেন যে, বুর্জোয়া কেরেন্স্কি সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যেহেতু বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে শ্রমিকশ্রেণী গরিব চাষীর সাথে মৈত্রীর ভিত্তিতে ক্ষমতা দখল করবে এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই যেখানে এই বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য, 'টু দ্যাট এক্সটেন্ট' রাজনৈতিকভাবে রাশিয়ার বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু যেহেতু আর্থিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামন্ততন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বহু কাজ তখনও অপূরিত রয়ে গিয়েছে, সেই অপূরিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক রণনীতি এবং কার্যক্রমের মধ্যে অর্থাৎ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রমের মধ্যে 'ডেরিভেটিভ' বা আনুষঙ্গিক কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সমস্ত অপূরিত কাজগুলি একমাত্র সর্বহারাশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পূর্ণ করতে হবে। নাহলে চাষী জমি পাবে না, 'কুলাক'দের আধিপত্য যাবে না, সামন্ততন্ত্রকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করা যাবে না, অর্থনীতির স্বাধীন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না, খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে অর্থাৎ যে যুগে এসে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই যুগে বুর্জোয়াদের পক্ষে আর পুরনো যুগের বুর্জোয়াদের মতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। ফলে অর্থনৈতিকভাবেও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে যদি চাষীদের পুরোপুরি মুক্ত করতে হয় তাহলে সর্বহারাশ্রেণীর ক্ষমতা দখল অবশ্য প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজন।

তাই ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য 'হোল অব দি পিজ্যানট্রি'-কে (সমস্ত চাষীকে) নিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলবার চেষ্টা করেছে, মধ্য চাষীকে নিয়ে তো করেছেই। অথচ নভেম্বর বিপ্লবে তাদের মূল রণনীতিগত স্লোগান, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল স্লোগান এবং তার মৈত্রীর ধারণা ছিল গরিব চাষীর সাথে ঐক্য। গরিব চাষীর সাথে মৈত্রীর এই মূল রণনীতিগত স্লোগান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দিলেও তারই মধ্যে যেহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কার্যক্রমগুলি 'ডেরিভেটিভ' কার্যক্রম হিসাবে যুক্ত ছিল এবং যেহেতু সর্বহারাশ্রেণীকে ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করতে হবে, জমি বন্টন সম্পূর্ণ করতে হবে, মধ্যচাষী-গরিবচাষীকে 'ডেস্টিটিউশন', অভাব ও চরম দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে সেইহেতু 'সমস্ত চাষীর সাথে মৈত্রী'র স্লোগান নভেম্বর বিপ্লবের পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তাদের দিতে হয়েছে।

এযুগে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিও সফল পরিণতিতে যেতে পারে না

তাহলে এই যে ঘটনাটি নভেম্বর বিপ্লব আমাদের সামনে তুলে ধরল, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত দুনিয়ায় এরই পর থেকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নটি — যেটি তত্ত্ব হিসাবে এতদিন সাম্যবাদী আন্দোলনে কাজ করেছে — তা আরও বেশি গুরুত্ব পেল। প্লেখানভের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে লেনিন এই তত্ত্বটির জন্ম দেন। প্লেখানভের বক্তব্য ছিল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু মূলত বুর্জোয়া বিপ্লব সেইহেতু এই বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীরও নেতৃত্ব থাকবে, আবার আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যখন শ্রমিকশ্রেণী সামনে এসে গিয়েছে তখন শ্রমিকশ্রেণীও এর নেতৃত্বে থাকবে। অর্থাৎ তিনি যুগ্ম নেতৃত্বের স্লোগান তুললেন। লেনিন তাঁর পাল্টা স্লোগান দিলেন যে — না, হয় এই বিপ্লবগুলির উপরে শ্রমিকশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীর 'হেজিমনি' (নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠিত হবে, না হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর 'হেজিমনি' প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি এগুলোর উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং তা অর্ধপথে সমাপ্ত হবে। আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যদি এই বিপ্লবগুলোর উপর কায়েম করা যায় তবেই একমাত্র সেগুলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমত দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিও বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা সর্বহারা বিপ্লবের অঙ্গ। দ্বিতীয়ত তিনি বললেন, বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের যুগে যখন বিশ্বপুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে প্রবেশ করেছে তখন সমস্ত দেশে, এমনকী ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর মধ্যে যে বুর্জোয়ারা রয়েছে, তারাও আজ আর অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের মতন বিপ্লবী নয়। কারণ তারাও এই বিশ্ব প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীরই অংশ।

তাই যদিও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় বুর্জোয়ারা অনেক সময় থাকবে, একই সাথে তারা আবার বিপ্লবভীতির জন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপসরফা করবে এবং এদের হাতে এ যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা স্বাধীনতা আন্দোলন তার 'লজিক্যাল কালমিনেশন'-এ (নির্ধারিত লক্ষ্যে) পৌঁছতে পারবে না। ফলে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই যে অস্থিরতা — অর্থাৎ কখনও সে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করছে আবার তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে ; কখনও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছে, আবার তার সঙ্গে আপস করছে ; এই সে লড়াইয়ের ময়দানে নামছে আবার পিছনের দরজা দিয়ে 'ডায়ালগ' করছে, আপস করছে ; কখনও জনগণের সঙ্গে থেকে তাদের 'র‍্যাডিকাল' (মৌলিক পরিবর্তনসূচক) স্লোগানগুলিকে সমর্থন করছে, কখনও সরাসরি তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে — বিশ্ব প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ হিসাবে তার এই 'ইন্‌স্টেবিলিটি' (অস্থিরতা) এবং দু'মুখো নীতিকে 'প্যারালাইজ্' (নিষ্ক্রিয়) করে যদি শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে তবেই এ যুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তার যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তা নাহলে এই সমস্ত পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোতে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন যদি সফলও হয় তাহলে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্ধপথে সমাপ্ত হবে, 'ইন্ এ হাফ বেক্‌ড্ অ্যান্ড ট্রাংকেটেড ওয়ে' (যেন আধ সেঁকা রুটির মতো)। স্বাধীনতাও আসবে অথচ স্বাধীনতার যে মূল লক্ষ্য তা অর্জিত হবে না, সাম্রাজ্যবাদী গোলামির নাগপাশ থেকে দেশকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব হবে না এবং সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে কৃষি অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যাবে না। তাই এ যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে — প্রথমত, এগুলো আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ মনে রাখতে হবে; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এগুলোকে সফল করার চেষ্টা করতে হবে। এই তত্ত্বটিও — যেটি এতদিন পর্যন্ত তত্ত্বের আকারেই ছিল, রুশ বিপ্লব অর্থাৎ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশে দেশে বিপ্লবীরা তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে শুরু করল এবং তার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করতে সক্ষম হ'ল। দুনিয়ার সকল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সচেতন অংশ বা সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন অংশ তৎক্ষণাৎ একে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করল।

এখন রুশদেশের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশকে মিলিয়ে দেখুন। সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় বা লেনিন কর্তৃক 'এপ্রিল থিসিস্'

উপস্থিত করার সময় অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের যে দাপট ছিল, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্র তেমন আকারে আছে কিনা তা আপনারা নিজেরাই মিলিয়ে বিচার করে দেখবেন। আমি মনে করি, আমাদের দেশের গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্ক বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্র বলতে এখনও যা রয়েছে তা হ'ল সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশ — বর্তমান সমাজের 'সুপারস্ট্রাকচার' বা উপরিকাঠামোর মধ্যে, অর্থাৎ আচার, রুচি, নীতি, 'ফর্মে'র মধ্যে তা খাদ হয়ে মিশে আছে। অর্থনৈতিক 'বেস' (ভিত্তি) অনুযায়ী তার 'সুপারস্ট্রাকচার' পাল্টায় বলে পুরনো সমাজের উপরিকাঠামোর জিনিসগুলোর 'হ্যাংওভার' (রেশ) পরবর্তী সমাজের উপরিকাঠামোয় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত থাকে না — এভাবে যারা 'বেস' এবং 'সুপারস্ট্রাকচারে'র সম্পর্ক বোঝেন তাদের তত্ত্ব আলোচনা না করাই উচিত। রাজনৈতিক তত্ত্ব বিচারের আলোচনায় তাদের না ঢোকা উচিত। এই ধরনের গুরুতর বিষয় নিয়ে তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে, আমি মনে করি, তারা অর্বাচীন। সুপারস্ট্রাকচারের সঙ্গে বেস-এর সম্পর্ক কী তাই তারা বোঝেন না। বেস-এর ওপরে তার সুপারস্ট্রাকচার গড়ে ওঠে — এ কথাটার মানে কি এই যে, বেস পাল্টায় সুপারস্ট্রাকচার পাল্টায়, আবার বেস পাল্টায় সুপারস্ট্রাকচার পাল্টায় ? একটা নতুন সুপারস্ট্রাকচার যেটা বেস-এর ওপরে গড়ে ওঠে তার ভিতরে পুরনো সুপারস্ট্রাকচারের রেশ থাকে এবং তা অনেকদিন পর্যন্ত থাকে যার ফলে সুপারস্ট্রাকচারের অভ্যন্তরেও চূড়ান্ত বিরোধ দেখা দেয়। বেস পাল্টাবার সাথে সাথে পুরনো সমাজের সুপারস্ট্রাকচারের সমস্ত জিনিস 'বাই ওয়ান স্ট্রোক' (এক ধাক্কায়) দূর হয়ে যায় না। এধরনের চিন্তা অনৈতিহাসিক — মার্কসবাদের কোথাও বেস ও সুপারস্ট্রাকচারের উপলব্ধি সম্পর্কে এমন অদ্ভুত ধারণা আছে বলে আমার জানা নেই। অবিশ্যি আমার জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধি খুব বেশি নেই। এদেশে অনেক পন্ডিত মার্কসবাদীর আবির্ভাব হয়েছে। তাদের তুলনায় আমি খুব বেশি বুঝি বলে মনে করি না। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমি মনে করি, এটা বেস ও সুপারস্ট্রাকচারের কোন উপলব্ধিই নয়।

আমাদের দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তারা আসলে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদেরই চর্চা করছেন

আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশে যাঁরা মনে করছেন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত কর্মসূচি সম্পূর্ণ না হলে আমরা লাফ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যেতে পারি না, তাঁরা আসলে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদেরই চর্চা করছেন। এ ব্যাপারে আর একটা কথাও আমি এখানে বলে নিতে চাই। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বলে আখ্যা দেওয়ার পর থেকে এটাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বললেই অনেকে মনে করেন, এ লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে এবং এ নিয়েই তাঁরা একটা আলোচনা জুড়ে দেন। এভাবে সামাজিক স্তরটাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর হিসাবে চিহ্নিত করলেই একেবারে লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে বলে যাঁরা মনে করেন এবং মূল আলোচনা বাদ দিয়ে এর ওপরেই একটা তর্ক শুরু করে দেন তাঁদের জানা উচিত যে, স্ট্যালিনের 'প্রবলেম্‌স্ অব্ লেনিনিজ্‌ম্' বইয়ে এবং পরবর্তী সময়ে মাও সে-তুঙ-এর গাদাগাদা লেখায় — এখনকার লেখা নয়, যখন মাও সে-তুঙ-কে তাঁরাও মার্কসবাদী বলে মানতেন তখনকার লেখার কথা বলছি — এই সামাজিক স্তরটাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বলে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে আখ্যা না দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বলে আখ্যা দেওয়ার কথা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে সুপারিশ করা হয়েছিল এই কারণে যে, পুরনো বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে এর একটা পার্থক্য রয়েছে। কারণ সে যুগে বুর্জোয়ারা বিপ্লবী ছিল, এযুগে নেই। এযুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বিপ্লবের ক্ষতি হবে। সেই কারণে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই সব যুগবৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোকে বুর্জোয়াদের প্রভাব মুক্ত করার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে এই সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের স্তর নির্ণয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সকলেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এই ভাবেই আলোচনা করে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না বা তার দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণীকে খুব প্রগতিশীল মনে করা হয় এবং সেজন্যই এটাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয় — তাদের এরকম ধারণাও ঠিক নয়।

এ ব্যাপারে চীনের পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ করতে বলি। চীনের পার্টি বলছে, একটা ঝোঁকের বিরুদ্ধে, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে তাদের সেই সংগ্রামের মধ্যেই অনেক সময় আর একটা ঝোঁক, আর একটা অন্যায় লুক্কায়িত থাকে। এই জিনিস মার্কসবাদী আন্দোলনে সুদীর্ঘদিন ধরে চলেছে। যেমন, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে একটা বিভ্রান্তি দূর করতে যাওয়া হয়েছে তার কী পরিণতি দেখুন ! সকলেই জানেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে পুরো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা একটা স্তর। এখন ধরুন, এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরটা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে কিছুদূর পর্যন্ত এগোল। তারপর দেখা গেল, তা আর এক পা-ও এগুচ্ছে না এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই বাকি স্তরটুকু উত্তরণ করা বা সেই স্তরের বিপ্লবী কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করা আর কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না। তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের আগের অংশটুকু বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সব রণনীতি ও রণকৌশলকে অনুসরণ করে এগিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বাকি অংশটুকু স্বভাবতই ভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশলে পরিচালিত হবে। কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের স্তরের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পুরোটাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। একদল মার্কসবাদীকে দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে অদ্ভুত গোলমাল করছেন। তাঁরা মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়টিকে ধরতেই পারেননি। তাঁরা বলছেন, বিপ্লবের স্তর তো আর লাফ দিয়ে পার হওয়া যায় না। আর এই লাফ দিয়ে পার হওয়া যায় না বলে তাদের আবার আর একটা স্তর বেড়ে গেছে। তারা ধরছেন, বিপ্লবের স্তর এখন আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নেই। তার মাঝখানে আর একটা স্তর আছে সেটার নাম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। এই ভুলটি তাদের দু'টি জিনিস থেকে এসেছে।

একটি হচ্ছে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কথাটার শব্দার্থ এবং মর্মার্থ তাঁরা ভাল করে ধরতে পারেননি। তাঁরা ধরতে পারেননি — লেনিন কেন, কী উদ্দেশ্যে এবং কী পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা বলেছেন। ফলে কথাটা কেন এভাবে বলতে হবে এবং তার ব্যবহারের সীমা কতটুকু — তার অর্থ ভাল করে না বুঝলে যা হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আর একটি হচ্ছে, তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের প্রভাব রয়েছে যার জন্য তাঁরা মনে করছেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ না হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতেই পারে না। তাঁরা ভাবছেন, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা পর্যায় শেষ হ'ল। পুরনো শ্রেণীকে — সে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদই হোক্, আর রাজতন্ত্রই হোক্ — ক্ষমতাচ্যুত করে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বুর্জোয়ারা — তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোথাও পুরোটা, কোথাও একাংশ — যে দেশে যে রকম হোক্ — বিরুদ্ধে চলে গেল বিপ্লবের। ফলে বুর্জোয়ারাও আর শ্রেণীগতভাবে মিত্র নেই বা মিত্র কোথাও থাকলে তা 'ভেসিলেটিং' (দোদুল্যমান) — বিপ্লবে আসবে কিনা স্থিরতা নেই। অথচ অর্থনীতির দিক থেকে বিপ্লবের স্তরটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই থেকে গেল। কারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামন্ততন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং শিল্পবিপ্লবের কার্যক্রমগুলি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এমতাবস্থায় বিপ্লবটা কী হবে ? তাঁরা ধরে নিচ্ছেন, এটা তাহলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝখানের একটা বিপ্লব। আর এই গোলমালটির ফলেই তাদের মধ্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ লেনিনের 'পলিটিকস্ সুপারসিড্স্ ইকনমি' — এই কথার তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁরা বুঝতে পারেননি, প্রত্যেকটি বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন — যেটিকে স্ট্যালিন আরও সুন্দরভাবে বলেছেন যে, কোন্ শ্রেণী এবং কোন্ শ্রেণীগুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে, এবং করবে কোন্ শ্রেণী কোন্ কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে মূলত মৈত্রীসাধন করে — প্রতিটি বিপ্লবের সামনে এই মৌলিক প্রশ্নটি হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন।

নাহলে লেনিনের এপ্রিল থিসিস রচনা করার সময় রাশিয়ায় যে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়নি — একথাটা ইতিহাসের যে কোন ছাত্রই জানেন। যদি কেউ না জানেন বা কারোর জ্ঞানবুদ্ধি যদি শুধু 'প্রব্লেমস্ অব লেনিনিজম্' বইয়ে অপরের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে জবাব করতে গিয়ে যেগুলি বলা হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তারও অন্তর্নিহিত মানে তাঁরা না বোঝেন — অর্থাৎ সেখানে স্ট্যালিন কোন্ কথায় কাকে কী উত্তর দিয়েছেন এবং যাকে উত্তর দিয়েছেন তার বিভ্রান্তিটা কোথায় এবং কোন ঘটনার দ্বারা হয়েছিল এবং স্ট্যালিন কীভাবে তার উত্তর করেছেন — এগুলি যদি তাঁরা না বোঝেন তাহলে তাঁরা বুঝতেই পারবেন না যে, রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বহু কাজ

অপূরিত ছিল। তা সম্পূর্ণ হয়নি এবং হয়নি বলে একদল নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এই বলে ভুল করেছিলেন যে, যেহেতু নভেম্বর বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজগুলি সম্পূর্ণ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং তার উপরে স্লোগান দিয়েছে সেইহেতু নভেম্বর বিপ্লবটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার বিপ্লব। স্ট্যালিন তাদের উত্তর করেছেন যে — না, নভেম্বর বিপ্লব এই অর্থে 'টু দ্যাট এক্সটেন্ট' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে, রাজনৈতিক দিক থেকে এটা বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের বিপ্লব। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই যে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অপূরিত কাজগুলি রয়েছে সেগুলি সর্বহারাশ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর সমাজতান্ত্রিক মূল কর্মসূচির সাথে 'ডেরিভেটিভ' কার্যক্রম বা 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে সম্পূর্ণ করবে। এই কাজ যতদিন না সম্পূর্ণ হয়েছে ততদিন বুর্জোয়া বিপ্লবের গণতান্ত্রিক দাবি এবং কর্মসূচিগুলি বলশেভিক পার্টিকে তুলতে হয়েছে, তার জন্য সমস্ত স্তরের চাষীদের সমর্থন নিতে হয়েছে এবং এটা নিতে হয়েছে শুধু নভেম্বর বিপ্লবের আগে বা সময়ে নয়, এমনকী ১৯১৯ সাল পর্যন্ত 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পরেও।

তাহলে এই দিক থেকে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদের দেশে যে মজুররা, চাষীরা, যুবকরা লড়ছেন তাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মজুররা যে লড়বেন, চাষীরা এবং যুবকরা যে লড়বেন — তাঁরা কার বিরুদ্ধে লড়বেন ? লড়াইয়ে শত্রু-মিত্র পরিচিতি এবং লড়াইয়ের কলাকৌশল নির্ধারণ মূল রণনীতির সঙ্গে যুক্ত। যদি তাঁরা মনে করেন, আমাদের দেশের বিপ্লবটা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, তাহলে বাইরে মাঠে-ঘাটে যত বিপ্লবের স্লোগান দিন আর লড়ালড়ি করুন, ভেতরে ভেতরে গ্রামে ধনী চাষীর সম্বন্ধে সহানুভূতি তাদের থাকবেই এবং তার সাথে ঐক্য গড়ে উঠবেই। ফলে চাষী আন্দোলনগুলোতে ধনী চাষীদের মাতব্বরি এবং প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তাবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব মনে করলে ধনী চাষীর সঙ্গে মৈত্রী ঘুরে-ফিরে আসবে, অথবা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের দিকে যাবেন। এতে কাজ হবে না। এর দ্বারা গ্রামে ধনী চাষী, অর্থাৎ যারা গ্রামে পুঁজিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাদের বিরুদ্ধে গরিব চাষী, ভূমিহীন চাষী এবং খেতমজুরদের যে মূল শ্রেণীসংগ্রাম সেই শ্রেণীসংগ্রামকে দুর্বল করা হবে এবং গরিব চাষী, ভূমিহীন চাষী এবং খেত মজুরদের স্বার্থকে ধনী চাষীর পায়ে বলি দেওয়া হবে। আর অন্যদিকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব মনে করলে প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়া কোথাও না কোথাও কেউ আছে — এই ধারণার ভিত্তিতে সমাজের উঁচু মহলের ব্যক্তি যারা নানা দিক থেকেই এই পুঁজিবাদের খুঁটি, তাদের সাথে দহরম-মহরম পার্টির এবং পার্টি নেতৃত্বের বর্তাবেই। লোকচক্ষুর আড়ালে হলেও বর্তাবে। কর্মীদের বাইরে বিপ্লবের জন্য যাই আত্মত্যাগ থাকুক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এ জিনিস বর্তাবেই যেটা নিচের স্তরের 'র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল' — যাঁরা আত্মত্যাগ করেন তাঁরা দেখতে পান না।

কারণ এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকার করা হচ্ছে। যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব মনে করছেন তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন না। তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছেন তাদের, যাদের তাঁরা একচেটে পুঁজিপতি বলে একটা শ্রেণী বলছেন। এ বিষয় নিয়ে বহু কথা আমি এর আগে বলেছি এবং আলোচনা করেছি যে, একচেটে পুঁজির শাসন মানেই পুঁজিবাদের শাসন। একচেটে পুঁজির কর্তৃত্ব মানেই বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্তৃত্ব। এছাড়া একচেটে পুঁজির কর্তৃত্ব রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে না। মার্কসবাদের কোন জ্ঞান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না — অন্তত যতটুকু মার্কসবাদ আমি বুঝি — আমার পক্ষে আসা অসম্ভব। অন্য তাত্ত্বিকদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, আমি বুঝতেই পারি না। এ জিনিস আমার বুদ্ধির যতটুকু সীমা আছে তার বাইরে। কারণ একচেটে পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদেরই একটা স্তর, পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটা স্তর। যখন একচেটে পুঁজির জন্ম হয় তখন বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্তৃত্ব মানেই একচেটে পুঁজির কর্তৃত্ব। একচেটে পুঁজি কর্তৃত্বে রয়েছে, তাকে হটাতে হবে — অথচ জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের মিত্র — এই কথা বললে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয় এবং বিপ্লবের মারফত বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার কাজকে অস্বীকার করা হয়।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা

অথচ সমস্ত দিক থেকে দেখুন, আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এখানে খাদ্যশস্যের পাইকারি বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণ করার স্লোগান উঠছে। শাসক দল কখনও কখনও খাদ্যশস্যের পাইকারি বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণ করছে — তা সফল হচ্ছে কিনা আলাদা প্রশ্ন। খাদ্যশস্যের ওপর 'লেভি'

চাপানো হচ্ছে। সমস্ত কৃষিপণ্য পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের মূল পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং জাতীয় বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষিজাত পণ্যের সমস্ত কিছু নির্ধারিত হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতির উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব রোধ করার প্রশ্ন উঠছে। এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে যদি আলোচনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন, আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতিও পুরোপুরি পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত।[১] শিল্পশ্রমিকরা যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎপাদন করে, এ বুঝতে একজন সাধারণ মানুষও পারে। কিন্তু কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ আমরা কী দিয়ে বুঝি ? লেনিন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, কৃষি অর্থনীতির চরিত্র কী — তা বিচারের ক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতি পিছিয়ে-পড়া কি অগ্রসর;অথবা যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষবাস হয় কি পুরনো মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে চাষবাস হয় — এগুলো কোনটাই বিচার্য বিষয় নয়। এমনকী চাষবাসের ক্ষেত্রে ছোট ছোট জমিতে চাষবাস হচ্ছে কি বৃহদাকার 'ফার্মিং' (খামার) গড়ে উঠেছে — এটাও কৃষি অর্থনীতিটি সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি, কি পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি, কি সমাজতান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি — তা বিচারের মূল বিষয় হতে পারে না। তাহলে কী দিয়ে কৃষি অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারিত হবে ? লেনিন বলেছেন, এটা নির্ধারিত হবে 'নেচার অব ট্রেড অ্যান্ড কমার্স' (কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য কী নিয়মে হচ্ছে) তার প্রকৃতি দিয়ে।[২] মানে, গ্রামে কৃষিজাত দ্রব্যের চরিত্র কী হয়েছে ? তা নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য কী নিয়মে হয় ? এটার দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয় কৃষি অর্থনীতিটি সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি, কি পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি, কি সমাজতান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি।

আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতিটি সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি না হয়েও এবং তা পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও এখানে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ কেন হচ্ছে না — এ একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কটের সাথে জড়িত প্রশ্ন, অবাধ শিল্পবিকাশের পথে তার যে বাধাগুলো আছে তার সাথে জড়িত প্রশ্ন, বেকার সমস্যার ধাক্কায় তার রাষ্ট্রসত্তা যে ঘা খাচ্ছে তার সাথে জড়িত প্রশ্ন। এ ব্যাপারে সব অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি আমার কানে আসে। শুনলাম, কেউ কেউ নাকি এরকমও যুক্তি করছেন যে, বুর্জোয়ারা যেহেতু বেকার সমস্যা বাঁচিয়ে রাখতে চায় — অর্থাৎ যেহেতু 'ক্ল্যাসিকাল' মার্কসবাদের লেখায় আছে যে পুঁজিপতিরা মজুরদের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য বেকার সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায় সেইহেতু আমরা যে বলছি, বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রশক্তি যাতে ভেঙে পড়তে না পারে তার চাপ থেকে বাঁচবার তাগিদে কৃষিতে কোটি কোটি বেকার যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষিতে যন্ত্রীকরণ চাইছে না — একথার মানে নাকি বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রশংসা করা যে, তারা বেকার সমস্যা সৃষ্টি করতে চায় না। এ এক অদ্ভুত যুক্তি ! যাঁরা এসব বলছেন তাঁদের জোড়হাত করে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব, এসব বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি তাদের নাক না গলানোই ভাল। তাঁদের আর একটু পড়াশুনা করা, আর একটু বোঝা, আর একটু জানা দরকার। জিনিসটা এত সোজা নয়। বুর্জোয়ারা বেকার সমস্যা জিইয়ে রেখে দরকষাকষি করতে চায় — শুধু এইটুকু বুঝলেই জিনিসটা পুরোপুরি বোঝা হয় না। হিটলার অর্থনীতির সামরিকীকরণ করে জার্মানিতে বেকার সমস্যা সাময়িকভাবে হলেও সমাধান করেনি ? ইতিহাসে এরকম আরও ঘটনা আছে। যাই হোক্, এখানে আমার বক্তব্য বিষয় তা নয়। তাছাড়া সমস্যাটাও এখানে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। একটা হচ্ছে, পুঁজিপতিরা বেকার সমস্যা বাঁচিয়ে রাখবেই — পুঁজিবাদী অর্থনীতির এটা একটা সাধারণ নিয়ম। আর একটা হচ্ছে, শহর এলাকাতেই যেখানে বেকার সমস্যার চাপ এমন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে তা সামাল দিতেই শাসকগোষ্ঠী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধুনিকীকরণ করতে গেলে এক ধাক্কায় গ্রামে যে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি হবে এবং তার যে চাপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরে পড়বে, রাষ্ট্রব্যবস্থা তা সামাল দেওয়ার ঝক্কি নিতে পারে না। তার ভীতি থেকে তারা কৃষিতে আধুনিকীকরণকে আটকাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে কৃষিতে টোট্‌কা করছে, কবিরাজি করছে, 'সবুজ বিপ্লবে'র দিকে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের এত অভাব হওয়া সত্ত্বেও — কৃষি অর্থনীতিকে কোনমতেই তারা আধুনিকীকরণ করছে না এবং করতে ভয় পাচ্ছে। তা একথার মানে কি এই দাঁড়ায় যে, বুর্জোয়ারা বেকার সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায় না ? আর বুর্জোয়ারা বেকার সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায় মানে কি এই যে, এমনিতেই আমাদের দেশে যে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার সঙ্গে বুর্জোয়ারা নিজেরাই এক ধাক্কায় গ্রামে কয়েক কোটি বেকার সৃষ্টি করে দিয়ে, আর শহরের কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে এমন সংখ্যায় বেকার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল যে তারই ফলে রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল — কারণ বুর্জোয়ারা বেকার সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়। তা এইসব যাঁরা বলেন, তাঁরা কেন এসব আলোচনা করেন, আমি

বুঝতেই পারি না। তাঁরা কি এইসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং তর্কবিতর্কের যোগ্য ? এই সব অকাট্য (!) মার্কসবাদী যুক্তি নাকি আজকাল উপস্থাপনা হচ্ছে। তা আমি অনুরোধ করি, এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তাঁরা আরও বেশি করে করতে থাকুন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করুন যে, আমরা মার্কসবাদ একেবারেই বুঝি না। তাতে ফল খারাপ হবে না। কারণ মানুষের ওপর আমাদের আস্থা আছে। তাঁদের চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে। তাঁরা বিচার করবেন, বিশ্লেষণ করবেন, চিন্তাভাবনা করবেন এবং বিষয়টা তাঁরা ধরতে সক্ষম হবেন। এসব জিনিস হ'ল নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে না পারার ফল।

আন্দোলনগুলোর সামনে সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন চাই

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু শিক্ষা রয়েছে। তার সমস্ত দিক একটা সভায় আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের সামনে মূল রাজনৈতিক প্রশ্নে যে গোলমাল রয়েছে — আমরা যে পথ খুঁজছি, ধাঁধায় রয়েছি — তার থেকে মুক্ত হয়ে যদি আমরা রাস্তা পেতে চাই তাহলে নভেম্বর বিপ্লবের এই মূল শিক্ষাটাকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক না হলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও যেমন অতীতে হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতেও শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনগুলি বারবার ব্যর্থ হবে। যাঁরা বলেন, বিপ্লবের শক্তি এদেশে নেই, বিপ্লব করবার মনপ্রাণ বা তেজ এদেশে নেই, এদেশের যুবকরা প্রাণ দিতে জানে না, লড়তে জানে না, এদেশের চাষী-মজুর লড়তে এবং লড়াইয়ে সর্বস্ব দিতে জানে না — তাঁরা ইতিহাসকে অস্বীকার করেন। এ কথা সত্য নয়। এদেশের চাষী-মজুর, খেটেখাওয়া মানুষ, অগণিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা এবং যুবকরা বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে, বিপ্লব করতে হবে' —শুধু এই স্লোগানটা কেউ যদি তুলে দিতে পেরেছে সময়মতো এবং তাদের শক্তি থেকেছে খানিকটা এই সমস্ত কর্মকাণ্ড গড়ে তোলবার, তাহলে বারবার দেশে দেখেছি লড়াইয়ের বন্যা এসেছে। শুধু 'বিপ্লব করতে হবে' — এই একটা কাল্পনিক ধারণাকে নিয়ে, শুধু এইটুকুকে সম্বল করে যুবকরা বারবার ময়দানে এসেছে, প্রাণ দিয়েছে, লড়েছে। কী বিপ্লব, কোথায় বিপ্লব, কীভাবে হবে, কার নেতৃত্বে হবে, রাস্তা কী — এতসব কিছু নিয়ে তারা মাথাই ঘামায়নি।

কাজেই লড়তে চায় না আমাদের দেশের ছেলেরা, লড়তে চায় না চাষী-মজুররা — তারা রাশিয়ার শ্রমিকদের মতো, চীনের শ্রমিক-চাষীর মতো, ভিয়েতনামের চাষীদের মতো লড়াকু নয়, মরণপণ করে তারা বিপ্লব করতে পারে না, কেউ যদি তাদের জন্য ফাঁকিতে বিপ্লব করে দেয় তাহলে তারা বিপ্লবটা চায়, নাহলে তারা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়, তারা এত ঝঞ্ঝাট এবং লড়াই করতে চায় না — এসব কথাও ঠিক নয়। আসল গন্ডগোল হচ্ছে অন্য জায়গায়। আসল গন্ডগোলটা হচ্ছে, তারা পথ পায়নি, তাদের রাস্তা ঠিক হয়নি। আর রাস্তা যদি ঠিক না হয় — আন্দোলনের কলাকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি ধারণা সঠিক না থাকে — অর্থাৎ আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন এবং উদ্দেশ্য যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে লড়াই করবার যত তেজ এবং কোরবানি করবার যত শক্তিই মানুষের থাকুক, সমস্ত আত্মত্যাগ এবং কোরবানি বিফলে যায়। শুধু কি এই আত্মত্যাগ এবং কোরবানি তখনকার মতই বিফলে যায় ? না, এই বিফলতাকে কেন্দ্র করে নিরাশা এবং হতাশা জনমনকে ছেয়ে ফেলে। লড়াই এবং আন্দোলন করা সম্পর্কেই তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা ভাবতে থাকে, 'এই তো লড়লাম। এত প্রাণ দিলাম, এত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করলাম। কিন্তু তাতে কী হল ?' বামপন্থী কর্মীদের তারা প্রশ্ন করতে শুরু করে, 'আন্দোলন তো আমরা সমর্থন করেছিলাম, জান-ও তো আমরা দিয়েছিলাম — কিন্তু কিছুই তো হ'ল না। এদেশে কিছু হবে না। ও আপনাদের সকলকেই দেখা গেছে, আপনারা সব দল সমান। কোন পার্টিকে দিয়ে কিছু হবে না।' এইরকম সব মনোভাবনা আন্দোলনের বিফলতাকে কেন্দ্র করে তাদের মনকে ছেয়ে ফেলতে থাকে।

এমনকী এর দ্বারা একটা সাধারণ কথা পর্যন্ত তারা গোলমাল করে ফেলে — যেটা বর্তমানে খুব প্রবল। এ বিষয়টা আমি একটু বলে নিতে চাই। তাদের কথায় আমি নাহয় ধরেই নিলাম যে, আমাদের কারোর দ্বারাই কিছু হবে না। কিন্তু হবে না বলে কী করবেন? আমাদের সকলকে দেখে নেওয়া হয়েছে বলে কি এইভাবেই তাদের জীবনযাপন করা চলবে ? না, চলতে পারবে ? পেট মানবে ? জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, চাকরির স্থিরতা নেই, জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সংসারে শান্তি নেই, স্নেহ-প্রীতি-মমতা সব উবে যাচ্ছে, চোখের সামনে ছেলেপিলেগুলো দিনের পর দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, নিজেরাও

অমানুষ হয়ে যাচ্ছেন এবং তা যে যাচ্ছেন তাও তাঁরা নিজেরা টের পাচ্ছেন — তাহলে চলবে এভাবে ? না, এভাবে বেশিদিন চলে না। তাই কী দেখা যায় ? মাঝে মাঝে তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। আর মনুষ্যত্বের খেয়াল যদি কেউ নাও করে পেটের খেয়াল, দেহের খেয়াল তাদের করতেই হয়। কারণ পেট বড় বালাই। বুদ্ধি না থাকলে, রুচি-সংস্কৃতির পর্দা উঁচু না থাকলে মনুষ্যত্বের খেয়াল হয়তো অনেকেই করেন না। কিন্তু পেটের খেয়াল সকলকেই করতে হয়। ফলে মার খেয়ে আবার তাঁদের উঠে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে তখন আবার তাঁরা পাগলের মতন, না হয় বাচ্চা ছেলের মতন হাত পা ছোঁড়েন। কারণ আন্দোলনগুলোর সামনে প্রয়োজনীয় সংগঠন কোথায় ? সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোথায় ? এইভাবে পাঁচ বছর, সাত বছর, আট বছর, দশ বছর বাদে-বাদেই দেশে এক-একটা লড়াইয়ের ঢেউ আসছে। আর এই প্রত্যেকটি লড়াইয়ে পরাজয়ের পর তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশা। মনে হচ্ছে কিছুই হবে না। সেই মানুষগুলোই কিছুদিন বাদে অস্থির হয়ে আবার একটা কিছু করার জন্য চারিদিক থেকে সোরগোল সুরু করেন। তাহলে লড়াই দরকার এবং লড়াইয়ের ময়দানে তাঁদের আসতেও হবে। আজ না এলে দু'বছর বাদে আসতে হবে, দু'বছর বাদে না এলে পাঁচ বছর বাদে আসতে হবে। কিন্তু এসে আবার সেই বাচ্চা ছেলের মতো তাঁরা লাফাবেন, যে কোন একটা রাস্তা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং যে কোন একটা স্লোগান আওড়াতে আওড়াতে তাঁরা মনে করবেন বিপ্লব করছেন এবং তার জন্য প্রাণ দেবেন। আবার মার খাবেন। আবার বিপথগামী হবেন। তাই প্রতিটি আন্দোলনের সামনে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মূল শিক্ষাটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে।

চীনের পার্টি তাদের দশম কংগ্রেসে নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষাটাকে আবার তুলে ধরেছে সুন্দর করে তাদের ভাষায়। বলেছে, আদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ভুল হলে কোন একসময়ে যদি কেউ প্রচুর শক্তির অধিকারীও হয় শেষপর্যন্ত সেই শক্তি তার থাকবে না। এই 'আদর্শ' কথাটা আবার অনেক ব্যাপ্ত। আন্দোলনের নীতি-নৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতি সমস্ত প্রশ্ন এই আদর্শ কথাটার মধ্যে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের আন্দোলনের মধ্যে এই যে একটা ধারা চলেছে — আমরা লড়ব, স্লোগান দেব — কিন্তু আমাদের মুখে কোন লাগামের দরকার নেই, রুচি-সংস্কৃতির দরকার নেই, শালীনতার সঙ্গে, ভদ্র আচার-আচরণের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কের দরকার নেই — এটা মারাত্মক ক্ষতি করছে। আন্দোলনের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের আচরণ করছেন তাঁরা মনে করছেন, আমাদের যেমন খুশি আমরা কথা বলব, বয়স্ক মানুষকে যেমন মনে করব গালাগালি করব, তাদের সঙ্গে যে কোন ভাষায় কথা বলব, স্লোগান দিতে দিতে কোমর দুলিয়ে যা হয় অঙ্গ ভঙ্গি করব, — কিন্তু স্লোগানটা যখন বিপ্লবেরই দিচ্ছি তখন বিপ্লবটা হয়ে যাবে। তাদের মনে রাখা দরকার যে, তা হয় না, হতে পারে না। মানুষ খেতে পাচ্ছে না বলে স্লোগান দেখে হয়তো আন্দোলনে খানিকটা আসে, কিন্তু কোমর দোলা দেখে আতঙ্কিত হয়। আন্দোলনের কর্মীদের অশ্লীল কথাবার্তা শুনে আতঙ্কিত হয়। তাদের স্বার্থপরতা দেখে তারা কুঁকড়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই অবিশ্বাস এবং সংশয় দেখা দেয়।

এখানে আর একটি যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, শুধু সংগঠনের শক্তি দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের জন্য যেটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় সেটা লক্ষ লক্ষ লোককে নিয়ে একটা লৌহদৃঢ় সংগঠনই শুধু নয়, তার বাইরে দেশে যে বিরাট জনসমুদ্র রয়েছে, অন্তত তার বেশিরভাগ অংশকে বিপ্লবের পরোক্ষ সমর্থক হতে হবে। যদি তা না হয়, অন্তত এমন হবে যে, 'বেনিভোলেন্ট্‌লি নিউট্রাল' অর্থাৎ বিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা যাবে না এবং কোনদিক থেকে বিপ্লবকে তারা আঘাত করবে না। বিপ্লবের জন্য অন্তত এই পরিস্থিতিটা খুব দরকার। যেখানে আমাদের সমস্ত দলগুলোর মিলিত লোকসংখ্যা — যদি ধরেও নিই যে পাঁচ লক্ষ লোক আমাদের পিছনে আছে — তাহলেও ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় সেটা তো সবসময়ই সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাহলে এই বিপুল জনতার রুচি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা, শালীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা, চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা, ভদ্রতা-অভদ্রতা সম্বন্ধে যে ধারণা — সেগুলোকে যদি আমরা একেবারেই পরোয়া না করি এবং সে সম্পর্কে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র খেয়াল না থাকে তাহলে তো আমরা ছিন্নমূল।

তাহলে এই 'আদর্শ' কথাটা শুধু আদর্শের কতগুলো বাইরের ধার-করা বড় বড় কথা নয়। রুচি-সংস্কৃতি, আন্দোলনের নীতি-নৈতিকতা, শালীনতা — সমস্ত প্রশ্ন এই আদর্শ কথাটার ভিতর জড়িয়ে আছে। আন্দোলনে যারা লড়ে, যারা পথ দেখায়, সেই মানুষগুলোও জনতার আশেপাশে থাকে। ফলে যেমন করে গুজব ছড়ায় — যেমন করে কলকাতায় একটা কথা উঠলে লোকের কানে কানে সেই কথাটা একেবারে সেই বাঁকুড়ার

কোনার গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায় — পত্রিকার, কাগজের দরকার হয় না — তেমনি নেতাদের জীবনযাত্রা থেকে, তাদের হালচাল থেকে যে ধারণাগুলো গড়ে ওঠে সেগুলো লক্ষ লক্ষ লোকের কানে পৌঁছায়। ফলে কেউ যদি মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনটা তো আর দেখতে যাচ্ছে না লোকে, কাজেই সেখানে তাঁরা যা ইচ্ছে করতে পারেন — শুধু মাঠে-ময়দানে বিপ্লবের কথাটা বললেই দেশে বিপ্লব হয়ে যাবে, তাহলে তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, তা হয় না। এরকম করে কোন দেশে কেউ বিপ্লব করেনি। চীনের পার্টি সেই কথাটাই আর একবার তুলেছে। বলেছে, আদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ভুল হলে, কারোর শক্তি যদি একসময় থাকেও শেষপর্যন্ত তা থাকবে না। তার দ্বারা সে বিপ্লব করতে পারবে না — শুধু অনিষ্টই সাধন করবে। যেমন লিন পিয়াও-এর ঘটনা দিয়ে তারা দেখিয়েছে যে, লিন পিয়াও রাষ্ট্রক্ষমতা, পার্টির ক্ষমতা, মিলিটারির ক্ষমতা — সমস্ত কিছুই কুক্ষিগত করে ফেলেছিল এবং সব কিছুই সে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছুই সে ধরে রাখতে পারেনি। কারণ তার মূল রাজনৈতিক লাইন, তার আদর্শ, তার নীতি-নৈতিকতা, তার রুচি-সংস্কৃতির ধারণা, তার জীবনবেদ সবকিছুই ভুল ছিল। তাই মিথ্যা বেশিদিন রাজত্ব করতে পারে না। মানুষের চেতনার নিম্নমানকে কেন্দ্র করে, বা মানুষের মধ্যে চিন্তাভাবনার মানসিকতাটাকে মেরে দিয়ে কিছুদিন হয়তো রাজত্ব করে, কিন্তু তা বেশিদিন টেঁকে না। ফলে এইসমস্ত ঘটনা দিয়েও আমাদের বুঝতে হবে।

যারা নিজেদের স্বার্থেও দলীয় কর্মীদের অন্ধতা শেখায়, এমনকী আমাদের দলও যদি শেখায়, যদি কর্মীদের শেখায় যে, তোমরা কিছু পড়ো না, কিছু আলোচনা কোরো না, অপরের মত জানবার চেষ্টা কোরো না, তাহলে আমরা নিজেরা যত বড় বড় কথাই বলি, আমাদের দল যত বড় বড় কথা বলুক, বুঝতে হবে, যেকোন যুক্তির আড়ালে আমরা আসলে যুক্তিবাদী মনই সমাজে মেরে দিতে চাইছি। যারা রাজনৈতিক কর্মী তাদের তো বলা হয় জনতার সেনাপতিমন্ডলী, তারা তো সমাজের অগ্রগামী সচেতন সৈনিক। অন্তত সাধারণ মানুষ থেকে তাদের তত্ত্বগত চেতনার মান বেশি ধরা হয়। তাহলে সেই রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেই যদি যুক্তি-বিচারের মানসিকতা চলে যায় তাহলে কী হয় ? তারা অপরের মতকে সহনশীলতার সঙ্গে বিচার করে যদি বর্জন করে তাহলে এক কথা। কিন্তু কিছুই না পড়বার এবং না জানবার মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে উঠলে কী হয় ? স্তরে স্তরে সমাজের মধ্যে অন্ধতা, কূপমন্ডুকতা ছড়িয়ে পড়ে। যত 'অব্‌স্‌কিয়োর আইডিয়াজ্' (কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা) অতি সহজে সমাজ অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। আর এইভাবে যুক্তিবাদী মানসিকতা সমাজ থেকে চলে গেলে যারা প্রতিপত্তিশালী, যাদের পয়সার জোর রয়েছে, যাদের পিছনে রাষ্ট্রযন্ত্র রয়েছে, তারা টাকার বিনিময়ে যুবশক্তিকে কিনে নেয়; মানুষের মধ্যে, যুবশক্তির মধ্যে 'আন্‌এথিক্যাল মিন্‌স অব লাইভ্‌লিহুড' (অনৈতিক জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে) তারা প্রশ্রয় দেয় এবং দেশে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করে। তাহলে এ কাজ দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার নামে হোক্, অথবা যে কোন অজুহাতে হোক যদি কোন দল করে — এমনকী আমাদের দল করলেও তাকে জঘন্য অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত। সে গণআন্দোলনে বা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে কি, 'ক্রিমিনাল চার্জে' তাকে গণআন্দোলনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। তাই দেখা গেছে, তর্কাতর্কি, আদর্শগত মতবিনিময়ের রাস্তাকে কোনদিন কোন দেশের সত্যিকারের বিপ্লবীরা — মার্কসবাদীরা — নিরুৎসাহিত করেনি। বরং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে তাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেছে। শুধু লক্ষ্য রেখেছে, এই যুক্তিতর্ক এবং আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে যেন পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বিঘ্নিত না হয়, মূল শত্রু বা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় এবং তা যেন গায়ের জোরে অপরকে দমন করার স্তরে গিয়ে না পৌঁছায়। আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু এইটুকুই লক্ষ্য রাখবার এবং রক্ষা করবার বিষয়। কিন্তু আদর্শগত সংগ্রামে উৎসাহ দেওয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ। অথচ এই কাজটি আমাদের দেশে ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত আমার বক্তব্য শেষ করার আগে সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় আমি আবার এগুলোকে উপস্থিত সমস্ত চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি আপনাদের বলতে চাই, আজ অবস্থা যতই খারাপ হোক্, একটা কথা আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে — যে কথাটা বুদ্ধিমান লোকদের, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীদের বা বিজ্ঞান সাধকদের কেবলমাত্র জানা ছিল এবং মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারত না। তারা ভাবত, প্রতিক্রিয়াশীলদের, বুর্জোয়াদের এই যে জগদ্দল

পাথরের মত বিরাট রাষ্ট্রশক্তি — যার এত মিলিটারি, এত ক্ষমতা, এত টাকা-পয়সা — তার বিরুদ্ধে কি নিরন্ন, অজ্ঞ, নিরক্ষর জনসাধারণ কখনও সংঘবদ্ধ হয়ে এমন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারে বা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব, যার ফলে সেই শক্তি ভেঙে পড়বে এবং বিপ্লব সফল হবে ? নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ায় প্রথম এই কথাটাকে আর তত্ত্বে না বুঝিয়ে বাস্তবে প্রমাণ করে দিয়ে গেল — হ্যাঁ সম্ভব। সাথে সাথে নভেম্বর বিপ্লব আর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে গেল — যা নিয়েও মানুষের মধ্যে সংশয় ছিল। তারা ভাবত, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির স্তাবক এই যে সমস্ত কেরানিকুল বা সেক্রেটারিবৃন্দ, বিপ্লবের পরেও এদের দিয়েই তো রাষ্ট্রব্যবস্থা চালাতে হবে — এরা তো তখনও থাকবে। তা এরাই তো জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের হয়ে সবকিছু করে। তাহলে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এলেও তারা পরিবর্তনটা করবে কী করে ? লেনিন বললেন যে — না, এই দুটোর মধ্যেও অনেক পার্থক্য। বললেন, সত্যসত্যই সর্বহারাশ্রেণীর হাতে যখন রাষ্ট্রক্ষমতা আসবে — মৌখিক ক্ষমতা না, ভোটের ক্ষমতা না বা লোকদেখানো ক্ষমতা না — যেদিন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, চাষী কমিটিগুলো, মজুর কমিটিগুলো, সোভিয়েটগুলো বা বিপ্লবী কাউন্সিলগুলো একেবারে অঞ্চ ল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে পরিচালনা করছে, আর তাদের 'কো-অর্ডিনেশন' (সমন্বয় সাধন) এবং 'সেন্ট্রালিজ্‌ম্‌' (কেন্দ্রিকতা) রক্ষা করছে সর্বহারাশ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি — অর্থাৎ ক্ষমতা যখন যথার্থই সর্বহারাশ্রেণীর হাতে — তখন যে সমস্ত আমলারা সর্বহারাশ্রেণীর কর্তৃত্ব মানবে না, তার ন্যায়নীতি, আদর্শ অনুযায়ী কাজ করবে না তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাও সর্বহারাশ্রেণী নিতে পারবে।

আর একটা কথাও এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে, এরা চাকরিজীবী — এরা পয়সার বিনিময়ে প্রভুদের সেবা করে। ফলে মজুর-চাষী যেদিন সত্যিকারের প্রভু হবে এবং ক্ষমতার অধিকারী হবে সেদিন এইসব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই, কেরানিকুল এবং অফিসারদের অনেকেই আজ যেমন বুর্জোয়া প্রভুদের পদলেহন করে তেমনি পয়সার জন্য, চাকরির জন্য, চাকরি রক্ষা করার জন্য শ্রমিক-চাষীদের ও মেনে চলবে এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। যদি না করে তবে তাদের উৎখাত করা হবে এবং মজুর-চাষীদের নিজেদের মধ্য থেকে তখন সেই শক্তির জন্ম দেওয়াও অসম্ভব হবে না। নভেম্বর বিপ্লব সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিল। রাশিয়ার অজ্ঞ মজুর-চাষী বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে একদল আমলাকেও তাদের অধীনে আনতে সক্ষম হ'ল। কারণ তাদের বিপ্লবটা ভোটের মারফত ক্ষমতা দখল ছিল না, বা শুধু মিটিং-প্রসেশন করে কিছু লাঠালাঠি করা বা ঢিল-পাটকেল ছোঁড়াও ছিল না। তাদের বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটানোর মাধ্যমে। এই রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান কথাটার মানে হচ্ছে, কমিটিগুলো গঠন করে সংগঠিতভাবে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে অজ্ঞ মজুর-চাষী লেখাপড়া না জানলেও অনেক কর্মক্ষমতা ও সংগঠন প্রতিভা — অর্থাৎ সংগঠন চালানো, নানা দিকে নজর দেওয়া প্রভৃতি বহু গুণের অধিকারী হয়ে স্তরে স্তরে গড়ে ওঠে। কাজেই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয় এবং সেই শক্তি পাল্‌টা ব্যবস্থা হিসাবে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারে। ফলে মজুর-চাষী রাষ্ট্রক্ষমতা চালাতে পারবে না — এই ধারণাটাও যে ভ্রান্ত, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের, চীনের, ভিয়েতনামের মজুর-চাষীরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য এগিয়ে চলল।

নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষাগুলো মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়ারা শক্তিশালী বলে, তাদের হাতে প্রবল রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে বলে চিরকাল তারা জগদ্দল পাথরের মতনই আমাদের ঘাড়ের উপর বসে থাকবে — এমন ঘটলে বুর্জোয়াদের হয়তো ভাল হত এবং এ ভেবে তারা খুশিও হতে পারে, কিন্তু এরকম ঘটে না। তবে এই পরিবর্তন কতদিনে ঘটবে, এটা নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ এবং লাইন গ্রহণ করে, যথার্থ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে স্তরে স্তরে গণআন্দোলনগুলো ঐক্যবদ্ধ ভাবে পরিচালনার মারফত জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান, অর্থাৎ সোভিয়েটের মতন বিপ্লবী কাউন্সিল এবং গণকমিটিগুলো গড়ে তুলতে কতদিন আপনারা নেবেন তার ওপর নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি বিপ্লব হবে। আপনারা মনে রাখবেন, এ কাজ ফাঁকি দিয়ে হবে না, মাঠে-ঘাটে শুধু চিৎকার করেও হবে না বা ভোটের বাক্সে কেরামতি-কারসাজি দেখিয়েও হবে না। বিপ্লব তখনই আপনারা করতে সক্ষম হবেন যখন সঠিক মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ও

আদর্শের ভিত্তিতে এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম আপনারা দিতে পারবেন। ভোটেও যে আপনারা লড়েন এবং অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেগুলো আপনারা গড়ে তোলেন — সেগুলোকেও এই অর্থে লড়াই হিসাবে যদি আপনারা দেখেন এবং মূল বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক অর্থে সেগুলোকে গড়ে তুলতে পারেন — তবেই মনে রাখবেন, এগুলোর সার্থকতা আছে। তাছাড়া এক ইঞ্চি ও বেশি এর কার্যকারিতা নেই। আর, এইটা যদি আপনারা ধরতে সক্ষম হন তাহলে সাথে সাথে এটাও আপনাদের বুঝতে হবে, যে গণআন্দোলনগুলো আপনারা গড়ে তুলছেন এর আগে যাওয়া আছে, পিছু হঠা আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে, মার খাওয়া আছে — কারণ এর আঁকাবাঁকা পথ আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, এই গণআন্দোলনগুলোর আদর্শ, নীতি, মূল রাজনৈতিক লাইন, বিপ্লবের স্তর নির্ণয় আপনারা ঠিক করেছেন কিনা — অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের জায়গায় বুর্জোয়াশ্রেণী যে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন এবং এই বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করাই যে বিপ্লবের প্রধান কার্যক্রম—এটা আপনারা ধরতে সক্ষম হয়েছেন কিনা।

ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

কূটতর্ক করে কতটুকু সামন্ততন্ত্র এখানে আছে তার চুলচেরা বিচারে যাওয়ার দরকার নেই। আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক সম্পর্ক বা উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই — যা আছে তা সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশ হিসাবে বর্তমান সমাজের উপরিকাঠামোর মধ্যে — আচার, রুচি, নীতি, ফর্মের মধ্যে — খাদ হয়ে মিশে আছে। তা সত্ত্বেও যারা বলছেন, ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিতে আজও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক রয়েছে, তর্কের খাতিরে যদি তাদের কথা মেনেও নিই তাহলেও একথা কি সত্য যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতাটি ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী পরিচালনা করছে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যে চরম সঙ্কট চলছে সেই সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় তার প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকেই সংহত করার চেষ্টা করছে ? যদি তাই হয়, তাহলে একথা তাদের মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটা নিঃসন্দেহে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এখানে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলই বিপ্লবের প্রধান কার্যক্রম — অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

এ প্রসঙ্গে লেনিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। একসময়ে কাউট্স্কির সঙ্গে — কাউট্স্কি তখনও 'রেনিগেড' হয়নি — রোজা লুক্সেমবুর্গ জাতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে একটা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। রোজার বক্তব্য ছিল, যেসব দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, অথচ আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বা বিদেশি পুঁজিবাদী দেশগুলোর পদানত, সেইসব দেশগুলোকে স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্র বা সেইসব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র বলা যায় না। কাউট্স্কি বলেছিলেন — না, এইসব রাষ্ট্রগুলির চরিত্রও স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চরিত্র। রোজা তাঁর উপরোক্ত ধারণার ভিত্তিতে বলেছিলেন — না, ওটা নামে স্বাধীনতা। ফলে ঐসব দেশের জনসাধারণের মূল লড়াইটা পরিচালনা করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সহযোগী যে বুর্জোয়ারা তাদের দেশে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে — ঠিক যেমন করে আমাদের দেশের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতারা বলছেন। লেনিন তার উত্তরে কাউট্স্কিকে সমর্থন করে বলেছিলেন, অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দাসত্ব থাকার জন্য যাঁরা মনে করছেন, এগুলো স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র নয়, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুগটাকেই ধরতে পারেননি। তাঁরা ধরতেই পারেননি, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে এমন ঘটনা আকছার ঘটবে। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের জন্য কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ যারা অনেক এগিয়ে গিয়েছে এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করছে, যারা সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি — এ যুগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সকল দেশের বুর্জোয়ারাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিক থেকে তাদের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। তাই তিনি বললেন যে, শুধু ছোট ছোট বলকান রাষ্ট্রগুলোই নয়, এতবড় যে 'জারিস্ট্' রাশিয়া যার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তারও অর্থনীতিতে রয়েছে ধনী ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রবল প্রভাব। সেখানে যে পুঁজিবাদ গড়ে উঠল তার ওপরে রয়েছে পশ্চিমী পুঁজিপতিদের প্রবল দাপট। তার জন্য জারিস্ট রাশিয়াকে তো কেউ আর সাম্রাজ্যবাদের কলোনি বলে মনে করে না, বরং সে নিজেই তো এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদ চালু করে বসে আছে। একথাও

যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, এমনকী আমেরিকা অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার দিক থেকে ধরলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের কলোনি ছিল। এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় যে, 'আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স্'-এর (আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ) মধ্য দিয়ে সেখানে একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়নি ? বা, সেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি ? সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীলতা থাকলেই স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোকে যারা স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করেন না, লেনিন তার উত্তর দিয়েছেন, তাঁরা ভ্রান্ত।[৩]

ধরুন, এ ব্যাপারে লেনিনকেও যারা মানেন না তাঁরা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। তাঁরা বলুন, যে আমেরিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগ পর্যন্ত আর্থিক দিকে থেকে ইউরোপের পদানত ছিল সে আজ ইউরোপের সমস্ত বুর্জোয়া এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোকে প্রায় কলোনির স্তরে পর্যবসিত করল কী করে ? 'ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স্'-এর পর আমেরিকা তো আর একটা বিপ্লব করেনি। তাহলে জাতীয় রাষ্ট্র বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছাড়া এ ঘটনা সম্ভব হ'ল কী করে ? ফলে অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রভাব আছে কিনা, বা সামন্ততন্ত্র রয়েছে কিনা — বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, বা রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলি কি খুব গুরুতর বিচার্য বিষয় ? এ হচ্ছে, আসলে কার্যকরী কথা বাদ দিয়ে 'ডিটেল্সের' (খুঁটিনাটির) মধ্যে ফেঁসে যাওয়া। যেমন কেউ বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করতে বসে যদি চাল নেই, ডাল নেই, চাষীর জমি নেই, বা গরিব চাষীর কতটা জমি আছে এবং বিহারের কোন্ অংশে কতটা আছে, মজুর ন্যায্য বেতন পাচ্ছে না, মানুষ না খেয়ে রয়েছে — এসবের উপর ফিরিস্তি দিয়ে দুর্দশার বর্ণনা করে দুশো পাতা লিখে ফেলেন এবং তারপর বলে দেন — এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমাদের বিপ্লব করতে হবে — তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় এও হচ্ছে তাই। বিপ্লবের মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণ করা।

যাঁরা অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রভাব কতটা আছে তার খুঁটিনাটি বিচারে ফেঁসে গিয়ে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের মূল প্রশ্নটিকেই গোলমাল করে ফেলছেন তাঁদের আর একটি বিষয়ের প্রতিও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সকলেই জানেন 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে'র মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় বুর্জোয়া কেরেন্স্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সেখানে প্রতিরক্ষা দপ্তর ছিল জারের পরিবারের হাতে। আর রাশিয়ায় যে তখনও সামন্ততন্ত্র প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল সে তো ইতিহাসের অ, আ, ক, খ জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন। এই সামন্তপ্রভুরা — 'ক্যাডেট'দের সঙ্গে যাদের মিত্রতা ছিল — নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত পুরো সময় ধরে বারবার বলশেভিকদের সঙ্গে লড়ালড়িতে এসেছে। তার জন্য লেনিন এপ্রিল থিসিসে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে কি একথা বলেছিলেন যে, এটা বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-জার সরকার ? কেন বলেননি ? কারণ একটা সোজা কথা যে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে রয়েছে বুর্জোয়ারাই। এই বুর্জোয়ারাই সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করছে। আগে ঘটনাটা ছিল উল্টো। আগে ক্ষমতায় ছিল সামন্তপ্রভুরা, 'মনার্ক'-রা — তারা সুবিধামতন কখনও বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধ করেছে, কখনও তার সঙ্গে মৈত্রী করেছে। এখন রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণী। তারা কখনও সামন্ততন্ত্রকে দু'ঘা দিচ্ছে, কখনও আবার বিপ্লবভীতির জন্য সামন্ততন্ত্রকে আঁকড়ে ধরছে তার মিত্র হিসাবে। কিন্তু যেটাই করুক, করছে বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে। তাই লেনিন এই ভুলটি করেননি। তিনি কখনও রাষ্ট্রকে এভাবে ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রশক্তি পুরনো শ্রেণী অর্থাৎ নিকোলাই জারের হাত থেকে একটি নতুন শ্রেণী অর্থাৎ রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে চলে গিয়েছে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে ? দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রশক্তি কোন্ শ্রেণীর হাতে রয়েছে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ে এটাই মূল বিচার্য বিষয়।

কোন একটি রাষ্ট্র জাতীয় রাষ্ট্র কিনা তা কী দিয়ে বোঝা যাবে, সে সম্পর্কে রোজা লুক্সেমবুর্গকে উত্তর দিতে গিয়ে লেনিন অতি সুন্দরভাবে বলেছেন, যদি কোন রাষ্ট্র তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্কট এবং দেশীয় অর্থনীতির উপর তার প্রভাব — এসবের পরিপ্রেক্ষিতে সেই অবস্থায় যদি সবচাইতে স্বাধীন, ব্যাপক এবং দ্রুত গতিতে — আমি বলি আপেক্ষিকভাবে সবচাইতে স্বাধীন, ব্যাপক এবং দ্রুতগতিতে বললেই ভাল — পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থনীতির বিকাশের চেষ্টা করে তাহলে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র।[৪]

এদিক থেকে যদি আমরা বিচার করি, ভারতবর্ষে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর, বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি উৎপাদনের চরিত্র এবং ভূমি-সম্পর্কের বর্তমান রূপ যা দাঁড়িয়েছে তা ভালভাবে না বুঝলেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্র যে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকেই সংহত করার চেষ্টা করছে, শুধু এইটুকু বুঝলেই বোঝা যাবে

যে, এটা একটা জাতীয় রাষ্ট্র। আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিভাষায় জাতীয় রাষ্ট্র মানে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় — তা বুর্জোয়া রাষ্ট্র। আর বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র লেনিনের পরিভাষায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদের বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিপ্লব এবং সেই অর্থে 'টু দ্যাট এক্সটেন্ট' ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কোন যুক্তির আড়ালে, কোন তত্ত্বের আড়ালে যাঁরা এই মূল কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন তাঁরা 'ডিটেইল্‌স্'-এর মধ্যে জনসাধারণকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছেন এবং মূল রাজনৈতিক লাইনের ক্ষেত্রেই গোলমাল করছেন। এর ফলে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাতেও যখন তাঁরা টগ্‌বগ্ করবেন তখনও তাঁরা কাল্পনিক শত্রু এখানে-সেখানে খাড়া করে বিপ্লবের শক্তিকে নষ্ট করবেন। আর তা নাহলে তার প্রতিক্রিয়া থেকে আবার পরিষদীয় রাজনীতির স্থায়িত্বের মধ্যে নিশ্চিত, নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবেন। এই দুটোর যেকোন একটা তাঁদের ক্ষেত্রে বর্তাবেই। হয় পার্লামেন্টারি রাজনীতির স্থায়িত্বের মধ্যে নিশ্চিত, নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা — সংস্কারবাদ-শোধনবাদে সরাসরি যোগ দেওয়া ; আর নাহয় উগ্র 'অ্যাডভেঞ্চারে'র পথে বিপ্লবের শক্তিকে নষ্ট করা।

আদর্শগত সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় শর্ত

এই মূল রাজনৈতিক লাইন গোলমাল করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কলাকৌশল, উদ্দেশ্য, আচার, রীতি-নীতি নিয়েও বিভ্রান্তি হবে। কারণ খাদ্যের দাবিতে, জমির দাবিতে, উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে, জিনিসপত্রের দাম কমাবার দাবিতে, দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিতে, বিদেশি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে এবং এইরকম আরও অসংখ্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যে গণআন্দোলনগুলো জনসাধারণ গড়ে তুলছেন — সেই গণআন্দোলনগুলোর মূল লক্ষ্য যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ না হয় তাহলে তার সংগ্রাম কৌশল একরকম হবে, তার আচার-রীতি-নীতি একরকম হবে, তার কৌশলগত সময় নির্বাচন, তার শ্রেণীবিন্যাস, তার কায়দাকানুন, কৌশল, সবকিছু পাল্টাবে। তাই আর একটা কথাও আমি এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের কাছে বলতে চাই। যুক্ত আন্দোলনে আমাদের অত্যন্ত ভুল বোঝা হয়। আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা অংশগ্রহণ করি তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন যে মূল রাজনৈতিক লাইন রয়েছে সেই রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যদি একটা কথার কথা না হয় — অর্থাৎ তা যদি আমরা যথার্থই 'মিন' (দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস) করি — যেমন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা করি — তাহলে গণআন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মধ্যেও তো তার প্রতিফলন ঘটবে। সংগ্রামের সময় নির্বাচন নিয়ে, কলাকৌশল নিয়ে, সংগ্রামগুলিকে শেষপর্যন্ত কোন্ রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চাই এবং তার জন্য সংগ্রামগুলিকে আমরা কীভাবে গড়ে তুলব তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সংগ্রামগুলোর রাজনৈতিক 'টিউনিং' কী রকম হবে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য তো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে যুক্ত আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শকে কেন্দ্র করে এই যে বিরোধ দেখা দেয় সেখানে আমরা আপস করতে চাই না। তাই আমাদের বলা হয় আমরা ঐক্যবিরোধী।

যে সমস্ত বন্ধুরা বলছেন, ঐক্যের মধ্যে সমালোচনা করলে ঐক্য বিঘ্নিত হয়, আমি মনে করি, তারা ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করছেন না। চীনের পার্টি এবার তাদের দশম কংগ্রেসে এ সম্পর্কে আবার সেই একই কথা তুলে ধরেছে। তারা বলেছে — হয় সার্বিক ঐক্য, সংগ্রাম নেই, আর না হয় সার্বিক সংগ্রাম, ঐক্য নেই। ঐক্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। আমাদের সমালোচনা করতে গিয়ে যাঁরা বলেন যে, ঐক্যের মধ্যে সমালোচনা করলে ঐক্য বিঘ্নিত হয় তাঁরা ভুলে যান যে,যখন আমরা তীব্র সংগ্রাম করি, ঐক্যের সম্ভাবনাও তার মধ্যে আমরা বারবার পরীক্ষা করি। ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য সম্বন্ধে, আমরা মনে করি, এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। যখন ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা একটা সংগ্রাম গড়েও তুলি, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী সেই সংগ্রামের মধ্যে কলাকৌশল সংক্রান্ত — অর্থাৎ আন্দোলনের সময় নির্বাচন, দাবি উত্থাপনের কায়দা-কানুন, আন্দোলনগুলো কীভাবে চালাব, কোন্ দিকে নিয়ে যাব, কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাব — এইসব প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যার যার মতো ভিন্ন ভিন্ন ধারণা নিহিত থাকে। আন্দোলনের কর্মসূচি যখন এক, তখন আমাদের মধ্যে এসব বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই — এরূপ ঘটে না। যেমন ধরুন, আমরা যারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলছি তারা সকলেই পুঁজিবাদকে এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর দল কংগ্রেসকে মূল শত্রু মনে করি। তা নাহলে আমরা লড়াইয়ের ময়দানে আসছি কেন ? যারা পুঁজিবাদকে শত্রু মনে করে না তারা তো লড়াইয়ের

ময়দানে আসছেই না। তাহলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা তো একটা সাধারণ কথা। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? তাহলে কতকগুলি গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে যারা আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে আসছি, সেই আন্দোলনকে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের যে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা, তার থেকে বিপথগামী করা বা অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা আন্দোলনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা না করলে সেই প্রবণতা এবং সেই ঝোঁক থেকে আন্দোলনকে রক্ষা করা যাবে কী করে ?

আর তা যদি না করা যায় তাহলে লড়বে মানুষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, কিন্তু সমস্ত আন্দোলনের কোরবানি বিপথগামী হয়ে যাবে। তাই দেখুন, স্ট্যালিন, 'প্রোলেটারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্ট' এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্ট — এই দুই রকম ফ্রন্টেরই 'লিগ্যাল' (আইনসম্মত) এবং 'ইল্‌লিগ্যাল' (বে-আইনি) কার্যকলাপকে 'কো-অর্ডিনেট' (সংযোজিত) করার স্তরে স্তরে নিজে বারবার বলেছেন, বিপ্লব যদি বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিপ্লব হয় তাহলে সেই বিপ্লবী আন্দোলনে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে হবে, নাহলে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা যাবে না। বিপ্লব যদি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লব না হয় তাহলে এই আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে। যেমন ধরুন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যেখানে যুক্ত লড়াইতে জাতীয় বুর্জোয়ারা রয়েছে, সেখানে মূল জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবাহ থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। আবার যেখানে জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে যে আপসকামী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলি রয়েছে — যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে, মার্কসবাদের কথা বলে অথচ মেকি মার্কসবাদী, মেকি সমাজতন্ত্রী — আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যাঁরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেন তাঁদের জন্য এই কারণেই স্ট্যালিন যে প্রয়োজনীয় 'থিসিস্' দিয়ে গিয়েছিলেন, তা হচ্ছে, "ইট ইজ ইম্পসিব্‌ল্ টু পুট অ্যান এন্ড টু ক্যাপিটালিজ্‌ম্, উইদাউট পুটিং অ্যান এন্ড টু সোস্যাল ডেমোক্রেটিজম।" অর্থাৎ তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইয়ে শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে সমঝোতা ঘটিয়ে চূড়ান্ত মুহূর্তে আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য আন্দোলনের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক প্রবণতা লুকিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে যদি তাদের নিরস্ত্র করে দিতে না পারা যায় এবং তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীকে এবং আন্দোলনগুলোকে যদি এইসব সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ভাবধারা থেকে মুক্ত করতে না পারা যায় তাহলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব কোনদিন সফল হতে পারে না। বলেছেন, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে এটা হচ্ছে একটা প্রধান রণনীতিগত দিক। যাঁরা স্ট্যালিনের এই থিসিসের মর্মার্থ বোঝেন, যাঁরা বোঝেন একটা লড়াইয়ের মধ্যেই আরও কত প্রবণতা লুকিয়ে থাকে তাঁরাই বুঝতে পারবেন, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমরা কেন এত আদর্শগত সংগ্রামের পক্ষপাতী। আমরা কেন কলাকৌশল, নীতিগত প্রশ্ন, লাইন নিয়ে এমন লড়ালড়ি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে করি। বিদ্বেষ থেকে করি না, বিদ্বেষ ছড়াতেও চাই না। এই আদর্শগত বিতর্কের মধ্যে কখনও কখনও দু'একটা কথায় হয়তো তাঁরা মনক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য বিক্ষোভ বা বিদ্বেষ ছড়ানো নয়। আমরা চাই আন্দোলনের ঐক্য, চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব — চাই পরস্পরকে বোঝবার মানসিকতা। তাই অন্যের ভুলটা ধরাবার চেষ্টা করি। আশা করি, অন্যেরাও আমাদের ভুলটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। আমরা চাই, এইভাবে আমরা তাঁদের ভুলটা ধরাব, তাঁরা আমাদের ভুলটা ধরাবার চেষ্টা করবেন। আর এই লড়ালড়িটা খোলাখুলিভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের সামনেই ঘটতে থাকুক, যাতে জনসাধারণ নিজেরাই বিচার করে নিতে পারে, কোন্ লাইন ঠিক, কোন্‌টা ভ্রান্ত — কারা ঠিক যুক্তি করছে, কারা বেঠিক যুক্তি করছে — কারা শুধু কোটেশন করে মূল জিনিসকে বিভ্রান্ত করছে, কারা সত্যকে আলোকিত করার জন্য কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করছে। এই বিচার করবার সুযোগ জনসাধারণের মধ্যে উপস্থাপনা করা ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের একটা অবশ্য জরুরি শর্ত এবং প্রয়োজন। নভেম্বর বিপ্লব থেকে এই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে।

বিপ্লবের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে

নভেম্বর বিপ্লব থেকে আর যে শিক্ষাটা আমাদের নিতে হবে তা হচ্ছে, বিপ্লবের জন্য তিনটি শর্ত দরকার। প্রথম শর্ত — সঠিক আদর্শ, তত্ত্ব এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার মত উপযুক্ত শক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়া। এই মৌলিক প্রশ্নকে বাদ দিয়ে এবং মূল রাজনৈতিক লাইনের গুরুত্বকে খাটো করে যাঁরা শুধু সাংগঠনিক শক্তির কথাই বলেন তাঁরা মূল বিষয়টাকে গোলমাল করেন। এ বিষয়টি আমি আগেই চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসের বক্তব্য তুলে দেখিয়েছি। তাছাড়া লেনিনের বক্তব্যে, বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ জিনিস আছে। বিপ্লবের জন্য দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট। প্রথমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্ট এবং এই স্তর উত্তীর্ণ করবার পর পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের অবশ্যপ্রয়োজনীয় যুক্তফ্রন্ট, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্টের জন্ম দেওয়া। বিপ্লবের জন্য তৃতীয় অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, সংযুক্ত এবং সম্মিলিত লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার — যাকে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বোঝায় তা গড়ে তোলা — যেগুলো মিউনিসিপ্যাল কমিটির মতো বা সকল পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তফ্রন্টের এলাকাগত বা জেলাগত যে কমিটিগুলি গড়ে ওঠে তেমন ধরনের হবে না। এ হবে খানিকটা রাশিয়ার শ্রমিক-চাষীর সোভিয়েটের মতো সংগঠন যেগুলো শ্রমিক-চাষীর সম্মিলিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে এবং যাদের কর্মধারা গ্রহণ করবার, বর্জন করবার এবং কর্মধারাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার মত নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে। এই তিনটি শর্ত পূরণ না হলে বারবার সংগ্রামের ঢেউ আসবে, বারবার লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দেবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে সংগ্রামে — কিন্তু বিপ্লব হবে না। বিপ্লব — আর বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এক জিনিস নয়। বিপ্লব হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সঠিক আদর্শ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে জনগণের সংঘবদ্ধ, সচেতন ও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান। আর এই শর্ত জনসাধারণ যত পূরণ করার দিকে এগিয়ে যাবেন তত ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, ততই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সার্থকতা আমাদের জীবনে বর্তাবে। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

১। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের দ্বাদশ সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতির পুঁজিবাদী চরিত্রটি নানান দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখান। বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সেখানে দেখান যে, 'মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের বেশিরভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়া, গ্রামের বেশিরভাগ লোকের ক্রমাগত সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে আসা, জমির পুঁজি বিনিয়োগের উপায় হিসাবে রূপান্তরিত হওয়া, মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হওয়া এবং কৃষি উৎপাদনের জাতীয় বাজারের পণ্যে পর্যবসিত হওয়া — এই সবগুলিই প্রমাণ করে ভারতের কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি।' বক্তৃতাটি পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

২। The Agrarian Question in Russia Towards the Close of the Nineteenth Century – Lenin

৩। The Right of Nations to Self Determination – Lenin

৪। The Right of Nations to Self Determination – Lenin

৮ নভেম্বর ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৪ সালের ২৫ নভেম্বর
দলের বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী'তে
প্রথম প্রকাশিত হয়।